দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৬ বৈশাখ ১৪১৯
২৯ এপ্রিল ২০১২

ওলের চাষ ব্যবস্থাপনা

• জাহাঙ্গীর আলম শাহ্ •

ওল একটি বর্ষজীবী কন্দ উদ্ভব। এর বৈজ্ঞানিক নাম Amorphophallus Companulatis Deen এবং ইংরেজি নাম Elephant foot aroid. সাধারণত গাছটি ২ হাত থেকে ৪ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়। আমাদের দেশে এটি সবজি হিসেবে পরিচিত। এশিয়া ও আফ্রিকায় ওলের ২৫টি প্রজাতি থাকলেও বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭টি প্রজাতি পাওয়া যায়। ভাল বীজ, পরিচর্যা ও জৈব সার ব্যবহার করে বাড়ির আশেপাশের অনাবাদি জায়গায় মাদ্রাজি ওল চাষ করে সবজির অভাব মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব।

লাগানো সময়: ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস। তবে ফাল্গুনের মধ্যে ওল লাগিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে তাড়াতাড়ি বাজারজাত করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

জমি নির্বাচন, তৈরি ও লাগানোর নিয়ম: ওল গরম আবহাওয়ার ফসল। ঠাণ্ডায় গাছ বাড়ে না; শীতে শুকিয়ে মারা যায়। হালকা দো-আঁশ মাটি ওল চাষের জন্য উপযোগী। সেচের সুব্যবস্থা আছে, বৃষ্টির পানি জমে না এবং রোদ পড়ে এমন জায়গা ওল চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

ওল চাষের আগে পুরো জমিতে জৈব সার ছিটিয়ে দিতে হবে। জাত ও বীজের আকার অনুযায়ী ১.৫ হাত থেকে ২ হাত দূরত্বে এক ফুটের বর্গাকার গর্ত করে ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত মাটি রোদে শুকিয়ে পর জৈব সার, ছাই একসাথে মিশিয়ে গর্ত ভরতে হবে। মূল সার হিসেবে গর্তপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ১০০ গ্রাম, মিউরেট অফ পটাশ ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ১২ থেকে ১৫ দিন পর বীজ/কন্দ/চাকি লাগাতে হবে। বীজ ২০০ গ্রাম থেকে

২০০০ গ্রাম পর্যন্ত সাইজের লাগানো যায় তবে ৪০০ গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম সাইজের বীজ/কন্দ লাগানোই ভাল। শোধনের জন্য বীজের কন্দ লাগানোর আগে কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিস্টিন) ২ গ্রাম অথবা ম্যানকোজেব (ডায়াথেন এম-৪৫) ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সেই পানিতে কন্দ ডুবিয়ে রেখে ৩০ মিনিট পর তুলে ছায়ায় শুকিয়ে লাগাতে হবে। ঠিকমত চারা গজানোর জন্য কাঁচা গোবর পানিতে গুলে এর মধ্যে বীজ/কন্দ ডুবিয়ে লাগালে ভাল চারা গজাবে। গর্তে কন্দ রোপণের সময় কন্দের মাঝখানের মূল মুখটি সামান্য বাঁকা করে উপরের দিকে রেখে মাটির উপরের স্তর থেকে ৪ আঙুল নিচে বীজ বসিয়ে মাটি দিয়ে সামান্য উঁচু করে দিতে হবে। এতে লাগানো গর্তে পানি জমে বীজের কন্দ পচে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

রোগ-বালাই ও পরিচর্যা: চারা গজানোর এক মাস পর ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রতিটা গাছের ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি দূরে দিতে হবে। পরবর্তীতে ৩০ দিন পর পর ২ বার একই নিয়মে প্রতিটা গাছে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। অনেক সময় ছত্রাকের কারণে ওল চাষে খুবই ক্ষতি হয়ে থাকে। আক্রমণের প্রথমে ডাঁটায় বাদামী রঙ এবং পরবর্তীতে পাতা পচে ঢলে পড়ে। এমন হলে মাটির ভেতর ওলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আক্রমণের প্রথমেই কপার অক্সিক্লোরাইড (কুপ্রাভিট) প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে এবং ১০ থেকে ১৫ দিন পর কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিস্টিন) ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে দিয়ে শুধুমাত্র ওলের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কখনো কখনো ক্ষেতে ওলে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ১৫ দিন পর পর ২ বার ডায়াজিনিন ৬০ ইসি ২ এমএল হারে স্প্রে করতে হবে। সঠিক পরিচর্যা করলে প্রতিটা ওল ৫ থেকে ২০ কেজি পর্যন্ত হবে। কার্তিক অগ্রহায়ণে ঠাণ্ডা পড়ে পাতা ও ডাঁটা শুকিয়ে গেলে ওল তুলতে হবে। এতে ওলের পরিপক্কতার কারণে বীজের মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি স্বাদও বৃদ্ধি পাবে।

আলুর মত ওলও ভর্তা, মাছ-মাংসের সাথে সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। সুতরাং ওল চাষে একটু সচেতন হলে সবজির ঘাটতি মেটাতে, বাড়ির আশ-পাশের অনাবাদি জায়গায় সঠিক ব্যবহার করতে, কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহার ছাড়াই ওল চাষ করা যায়। ওল ক্যালসিয়াম ও শর্করার খুব ভাল উৎস। এছাড়াও এনজাইম ও ক্যালসিয়াম অক্সলেট রয়েছে।